بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ জানুয়ারি, ২০২১ মোতাবেক ০৮ সুলাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে যেন তিনি তা তার জন্য বহু গুণে বৃদ্ধি করতে পারেন। আল্লাহ্ রিয্ক সংকুচিতও করেন এবং সম্প্রসারিতও করেন। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আল বাকারা: ২৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লাকে ঋণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'লা মানুষের পয়সার মুখাপেক্ষী আর নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি ঋণ চাচ্ছেন। করয বা ঋণ শব্দের একটি সাধারণ অর্থ রয়েছে, যা আমরা ঋণ দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। কারো কাছ থেকে ঋণ নিলাম বা তাকে ঋণ দিলাম। কিন্তু এর আভিধানিক অর্থ ভালো বা মন্দ প্রতিদানও হয়ে থাকে। এখানে এর অর্থ হবে, কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করবে যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লার জন্য ব্যয় করার বা (তাঁর জন্য) দেয়ার প্রশ্ন উঠে সেখানে এর কারণ হলো– আল্লাহ্ তা'লা এই কর্ম সম্পাদনকারীকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য ব্যয় করেন বা দিয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক স্থানে কুরবানী এবং অর্থিক কুরবানীসমূহের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য অথবা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করাকে স্বয়ং আল্লাহ্র জন্য ব্যয় করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। খোদা তা'লার জন্য যা ব্যয় করা হয় তা নষ্ট হয় না, বরং এটি এমন ঋণ যাকে আল্লাহ্ তা'লা বহু গুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেন। অতএব কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'লার কোন ঋণের প্রয়োজন আছে। বরং আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তো প্রভু প্রতিপালক, সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং দাতা খোদা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন নিজের জন্য ঋণ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন এর অর্থ হলো, আমার পথে ব্যয় কর আর আমার অগণিত পুরস্কার লাভ কর। কে আছে যে আমাকে উত্তম ঋণ দিবে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে এ প্রেরণা জোগানো যে, কে আছে যে আমার পথে ব্যয় করে আমার অগণিত পুরস্কারের স্থায়ীভাবে উত্তরাধিকারী হবে? এরপর তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যে, আমি তোমাদের এ ঋণ নিজের কাছে রাখার জন্য বা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য চাচ্ছি না, বরং তোমাদেরকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্য তোমাদের কাছ থেকে এ ঋণ নিচ্ছি, এ ঋণ দিতে বলছি। তোমরা যদি আমার ধর্মের জন্য, আমার সৃষ্টির কল্যাণার্থে ব্যয় কর তাহলে বহু গুণ বৃদ্ধি করে তোমাদের ফিরিয়ে দিব। করযে হাসানা শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বানন্দে এই ব্যয় কর তাহলে এমন ব্যয় আল্লাহ্র তা'লার পথে হবে আর তা তোমাদের পক্ষ থেকে উত্তম ঋণ হবে। আল্লাহ্ তা'লাও একে বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক বৈঠকে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে এভাবে বলেছেন যে, "আল্লাহ্ তা'লা যখন ঋণ চান তখন এর অর্থ এটি হয় না যে, (মা'য আল্লাহ্) আল্লাহ্র কোন অভাব রয়েছে এবং তিনি অন্যের

মুখাপেক্ষী। এমনটি ধারণা করাও কুফর, বরং এর অর্থ হলো, আমি প্রতিদানসহ ফেরত দিব অর্থাৎ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিব। আল্লাহ্ তা'লা যার প্রতি কৃপা করতে চান (তার জন্য) এটি একটি রীতি।" পুনরায় এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এক নির্বোধ ব্যক্তি বলে– 'মান যাল্লাযি ইউকরিযুল্লাহু কারযান হাসানা' অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ্কে ঋণ দেবে, এর অর্থ হলো, মনে হয় যেন (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ ক্ষুধার্ত।" তিনি (আ.) বলেন, "যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ। নির্বোধ বুঝে না যে, এখানে আল্লাহর ক্ষুধিত হওয়ার কথা তো বলা হচ্ছে না! আল্লাহ্ তা'লা যে উত্তম ঋণের কথা বলে বলেন, আমাকে দাও– এতে এর অর্থ কীভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা ক্ষুধার্ত?" তিনি (আ.) বলেন, "এখানে ঋণ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, এমন জিনিস দাও যা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। ঋণ হয়েই থাকে ফেরত দেয়ার জন্য। এর সাথে অভাবী বা দারিদ্র শব্দটি নিজের পক্ষ থেকে যোগ করে অর্থাৎ আপত্তিকারী নিজের পক্ষ থেকেই এফলাস বা দারিদ্রতা অথবা আল্লাহ্ তা'লার অভাব শব্দটি নিজেই অনুপ্রবেশ ঘটায়। আল্লাহ্ তা'লা তো এটি বলেন নি যে, আমি ক্ষুধার্ত, অভাবগ্রস্ত এজন্য আমাকে দাও, আমার নিজের জন্য খরচ করব। তবে হ্যাঁ! নিজ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দারা যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন যদি তোমরা তাদেরকে দাও, তাদের জন্য খরচ কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা তা আমার জন্য খরচ করেছ।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এখানে ঋণের অর্থ হলো– কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লাকে সৎকর্ম উপহার দিবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এসবের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন।" যে কোন সৎকর্ম আল্লাহর খাতিরে করা হলে আল্লাহ্ তা'লা তা বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। শুধু টাকা পয়সার বিষয় নয়। তিনি (আ.) বলেন, "এবিষয়টি খোদার মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। দাসত্বের সাথে প্রভুত্বের যে সম্পর্ক তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। কেননা খোদা তা'লা কারো কোন পুণ্য, দোয়া বা কাকুতিমিনতি ছাড়া এবং কাফের ও মু'মিনের মাঝে কোন পার্থক্য না করেই সবাইকে প্রতিপালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাইকে প্রতিপালন করছেন, তাঁর রবুবিয়্যত (প্রতিপালন) এবং রাহমানিয়্যাতের কল্যাণে সবাইকে সিক্ত করছেন। সুতরাং তিনি কারো পুণ্যসমূহ কীভাবে বিনষ্ট করতে পারেন? যেখানে কোন পুণ্য বা কোন কাজ ছাড়াই আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতিপালন করছেন এবং দান করছেন সেখানে কেউ যখন কোন পুণ্য করবে এবং সৎকর্ম করবে তখন কীভাবে হতে পারে যে, তিনি তাকে বিনষ্ট করবেন বা তাকে তার প্রতিদান দিবেন না! বরং তাঁর মহামহিমা হলো, 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্' অর্থাৎ যে অনু পরিমাণ পুণ্যও করবে তিনি তাকেও তার প্রতিদান দিবেন এবং যে অনু পরিমাণ পাপ করবে সে তার পরিণাম ভোগ করবে। এটি হলো 'কার্য' শব্দের প্রকৃত মর্ম যা এই আয়াতে অন্তর্নিহিত আছে। যেহেতু 'কারয্'-এর প্রকৃত অর্থ এতে বিদ্যমান তাই এটিই বলে দিয়েছেন যে, مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا আর এর তফসীর আয়াত 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্'– এ বিদ্যমান অর্থাৎ যে কেউ অনু পরিমাণ পুণ্য করবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার প্রতিদান রয়েছে।"

অতএব আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টি সেবার লক্ষ্যে আর্থিক কুরবাণী করাও অনেক বড় একটি পূণ্য আর আল্লাহ্ তা'লা কখনো তাকে প্রতিদানহীন রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অন্য স্থানে একথার উল্লেখও করেছেন। আর্থিক কুরবাণী সম্পর্কে জামা'তের সদস্যদের চেয়ে বেশি আর কে জানবে? সকল শ্রেণীর আহমদীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয় করা একদিকে যেখানে হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয় সেখানে পার্থিব দিক থেকেও সহস্র লোক এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, তারা যে অর্থ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ব্যয় করে

আল্লাহ্ তা'লা তা আশ্চর্যজনকভাবে ফিরিয়ে দেন। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন যারা শুধু কুরবানী করে থাকেন, অর্থাৎ কুরবানী করাই তাদের উদ্দেশ্যে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের আন্তরিক আকাঙ্খা হয়ে থাকে। তাদের হৃদয়ে এই ধারণাও আসে না যে, তারা পৃথিবীতে এর প্রতিদান পাবে বা পার্থিব সম্পদরূপে তারা তা ফিরে পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, আমি উত্তমরূপে তা ফিরিয়ে দিব, তিনি তা ফেরত দেন। কতিপয় লোক এমনও আছেন যারা অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও ত্যাগ স্বীকার করেন এবং এ প্রত্যাশা রাখেন যে, খোদা তা'লা কোন না কোনভাবে তাদের প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই প্রত্যাশাও পূর্ণ করে দেন। খোদা তা'লা যেভাবে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন তা দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যায়! কিন্তু শর্ত হলো, সদিচ্ছা নিয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবাণী করতে হবে আর অন্যান্য বিধিনিষেধ পালন এবং পুণ্যসমূহও সম্পাদন করা আবশ্যক। সম্পদ ব্যয় করে ভাববেন যে, আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ফেলেছি, কর্তব্যও পালন করে ফেলেছি ; এমনটি হওয়া উচিত নয়। না, বরং অন্যান্য পুণ্য করাও আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, এক ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু এ ধারণা নিয়ে সম্পদ ব্যয় করা হবে যে, এর লভ্যাংশ নিতে হবে। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর তাহলে এর মুনাফা পাবে। যাহোক, এখন আমি এমন কিছু লোকের নিজস্ব ঘটনাবলী উপস্থাপন করছি যারা আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী থেকে লাভবান হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনা হলো, তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবাণী করেছে আর আল্লাহ্ তা'লাও আশ্চর্যজনকভাবে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন শুধু পূরণই করেন নি বরং আরো বর্ধিত আকারে দিয়েছেন। অনেকেই এরূপ আছেন যারা নিজেদের ও নিজ সন্তানদের ক্ষুধা কীভাবে নিবারণ করবে তার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপও করেন নি। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তদপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাদের কাছে যা কিছু ছিল তাথেকেও অনেক বেশি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর এভাবেই এটি তাদের ঈমানে অধিক দৃঢ়তার কারণ হয়েছে। অতএব এরাই হলেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী লোক, যাদের অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা আজ আহমদীয়া জামা'তের মাঝেই দেখতে পাই।

গিনি কোনাকরির প্রেসিডেন্ট ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি আমার গত বছরের ওয়াকফে জাদীদের খুতবাটি মসজিদে পড়ে শুনান যাতে আমি আর্থিক কুরবাণীর গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলাম এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম। যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌কে লাভ করার পাঁচটি উপায়ের একটি উপায় 'জিহাদ বিল মাল'– এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) সেখানে বলেছেন, এক হৃদয়ে দু'টি বস্তুর ভালোবাসা সহাবস্থান করতে পারে না। অর্থাৎ সম্পদের প্রতিও ভালোবাসা এবং খোদা তা'লার প্রতিও ভালোবাসা থাকবে। এছাড়াও আমি অর্থিক কুরবাণীর ঈমানবর্ধক কিছু ঘটনা শুনিয়েছিলাম যেগুলো সাধারণত আমি শুনিয়ে থাকি। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের পর একজন দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান আহমদী মূসা কাবা সাহেব তার পকেটে যত অর্থ ছিল তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন, অথচ তিনি পূর্বেই চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কত দিয়েছেন? তিনি বলেন, পকেটে যা ছিল বের করে দিয়ে দিয়েছি, আপনি নিজেই গুণে নিন। আমি তো আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে দিয়েছি, তাই গুণে দেই নি। গণনা করে দেখা গেল সেখানে পঁচাশি হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল। যখন তাকে বলা হলো, আপনি এখান থেকে কিছু অর্থ রেখে দিন। আপনাকে তো বাড়িতেও ফেরৎ যেতে হবে। আপনি তো সবই আপনার পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিয়েছেন। গাড়ি ভাড়ার টাকাও তো আপনার কাছে নেই। তখন তিনি বলেন, আপনি শুনেন নি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এক

হৃদয়ে দু'টি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা একসাথে থাকতে পারে না। এজন্য আজ আমাকে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার মাঝে বাঁচতে দিন। এরপর তিনি স্বানন্দে পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে যান।

এই হলো সেই দৃশ্য যা দেখে মোবাল্লেগ সাহেবও লিখেছেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে কিরূপ নিষ্ঠাবান জামা'ত দান করেছেন। মানুষ খুতবা শুনে আর বলে দেয় যে, হ্যাঁ আমরা তো খুতবা শুনেছি; কিন্তু এত গভীরভাবে এ বিষয়টি নোট করা যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দু'টি ভালোবাসা হৃদয়ে সহবস্থান করতে পারে না তাই এটি হতে দেয়া যায় না যে, আমার পকেটে অর্থ পড়ে থাকবে এবং সেটির প্রতিও আমার আকর্ষণ থাকবে। তাই সাথে সাথেই এর ওপর আমলও করেন। মানুষ বলে তারা বুঝতে পারে না। এটি হলো গভীরভাবে কোন কথা শোনা এবং তার ওপর আমল করা। কুরবানীর কত আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত! এটিও বয়আতের শর্তের অন্তর্গত যে, সর্ববস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। কোন অভিযোগ করা যাবে না। এই যে চাঁদা দেয়া হয়েছে, কুরবানী করা হয়েছে, এতে আনন্দ লাভ হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে কুরবানীর জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের বিরোধীরা বলে যে, আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে জামা'তের নাম পর্যন্ত মুছে দিব। কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাসা পোষণকারী ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারীদের ধ্বংস করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লাও এরূপ ভালোবাসা পোষণকারীদের নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন আর শত্রুদের আস্তিত্বের ছাপও অবশিষ্ট থাকে না।

ফ্রান্স জামা'তের এক মহিলা হলেন ডেনেভা সাহেবা। স্বল্পকাল পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি বেশ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ হোক, তাহরীকে জাদীদ হোক বা মসজিদ ফান্ড হোক, সবসময় আমি আর্থিক কুরবানী করার চেষ্টা করেছি আর চাঁদার কল্যাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলেন, এ বছর আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমি ভালো একটি চাকরির জন্য দীর্ঘকাল থেকে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কোন চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি বলেন, আমি যেদিন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছি, দশ মিনিটি পরই ফোনে অনেক বড় একটি কোম্পানির পক্ষ থেকে আমি অবগত হই যে, সেই কোম্পানীতে আমার চাকরি হয়েছে। তিনি বলেন, এই সমস্ত চাঁদা প্রদানের তাৎক্ষণিক পর আর বিশেষত ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের তাৎক্ষণিক পর চাকরি পাওয়া নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি নিদর্শন।

কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ লিখেন যে, স্থানীয় মুয়াল্লেম দিসলান সাহেবের স্ত্রী কয়েক বছর পূর্বে বয়আত করেছেন। এ বছর তাদের বিবাহ বার্ষিকীর সময় সাত হাজার স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ টেঙ্গে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে অর্ধেক করে প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই অর্থ প্রদানের এক সপ্তাহ পরই আমি ৭০ হাজার টেঙ্গে লাভ করি যার কোন আশাই আমার ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করার পর তিনি দশগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিয়েছেন। কিছু লোক বলে থাকে যে, আমাদের সাথে কেন এরূপ হয় না? আমাদের সাথে তো এরূপ ঘটনা ঘটে না! তাদের উচিত ইস্তেগফার করা এবং নিজেদের হৃদয়কে খতিয়ে দেখা যে, সেই কুরবানীর সময় তাদের নিয়্যত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ছিল কি? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে তো এর জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা যা দিতে চান, যেভাবে দিতে চান দিবেন, আজ নয় তো কাল দিবেন। কিন্তু যাদের নিয়্যতই এটি হয়ে থাকে- তারাই অভিযোগ করে। তারা এভাবে মন খারাপ করে, আর এরূপ লোকদের কাছে নামাযও বোঝা মনে হয়।

মস্কোর এক বন্ধু হলেন আব্দুর রহীম সাহেব। তিনি বলেন, চাকরির ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য সবসময়ই মন্দ। যেখানেই কাজ পেতাম সেখানে বেতন এত কম হতো যে, পুরো পরিবারের খরচ নির্বাহ করা কষ্টকর হতো। একবার তো এক মাসের বেতনও দেয়া হয় নি। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা এরূপ কৃপা করেন যে, আমার বেতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি যে, এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইঙ্গীত যে, আমার চাঁদা ইত্যাদি রীতিমতো দেয়া উচিত। অতএব আমি চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি। যত চাঁদা ছিল তা রীতিমতো দিতে থাকি। এই চাঁদা দেয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আরো অধিক কৃপা করেন। এবং আমি এমন এক চাকরির প্রস্তাব পাই, যার জন্য আমি দু'বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার এখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, আর আমি একথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদান করলে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং আয়-উপার্জনের স্থায়ী ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে চাঁদাদাতাদের মাঝে বা জামা'তের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

সিয়েরা লিওন থেকে ওয়াটারলু রিজিওনের মুবাল্লেগ ইফতেখার সাহেব বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন জামা'ত সফর করি, জামা'তের বন্ধুদের বলি যে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘোষণার সময় আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, সিয়েরা লিওনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, আর তারা যদি চায় তাহলে নিজেদের চাঁদা বৃদ্ধি করতে পারে বা এক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে। অতএব এই বার্তা নিয়ে তারা বিভিন্ন জামা'তে যান এবং বলেন, খলীফাতুল মসীহ্র বার্তা হলো, সিয়েরা লিওন বেশ বড় ও পুরোনো জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করতে প্রস্তুত রয়েছে; আলস্য যদি হয়ে থাকে তবে তা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে হয়েছে। তিনি বলেন, এই বার্তা শুনে জামা'তের সদস্যদের মাঝে এক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং তারা কেবল ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাই প্রদান করে নি, বরং অন্যান্য চাঁদাও বর্ধিত হারে প্রদান করে। নিউটন নামক একটি স্থান রয়েছে, সেখানে আঠারোটি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়, যার ফলে একদিনেই ১৩ লক্ষ লিওন আদায় হয়। দু'টি আহমদী স্কুলের ছাত্ররা মিলে একদিনেই তিন লক্ষ লিওন ওয়াকফে জাদীদ-খাতে চাঁদা প্রদান করে এবং পরবর্তীতে আরও দুই লক্ষ লিওন অধিক প্রদান করে। নিউটনে মুসলিমা গোফোনা নামক এক ছোট্ট মেয়ে পঞ্চাশ হাজার লিওন প্রদান করে এবং বলে খলীফাতুল মসীহ্র সমীপে দোয়ার আবেদন করবেন। তিনি বলেন, পাঁচজন ছাত্র আমাকে বলেছে যে, তারা গতর খেটে যে পারিশ্রমিক পেয়েছিল, [তারা চাঁদা দেয়ার জন্য কায়িকশ্রম খেটেছে], সেই ৫০ হাজার লিওন তারা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেয়। অতএব এরা হলো যুগ-খলীফার নির্দেশে সাড়াদানকারী মানুষ! কখনো (খলীফার সাথে) দেখা হয় নি, এভাবে সামনা-সামনি বসে নি; কিন্তু তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে! আবার আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লাভের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত হয়ে যায়!

এই ভালোবাসারই আরেকটি উদাহরণ দেখুন; নিউটনও জামা'তের ঘটনা। তিনি বলেন, আমি এসবা-র ঘরে গিয়ে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানাই এবং খুতবা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাই যে, সিয়েরা লিওনে জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করতে প্রস্তুত রয়েছে। এটি শুনে তার স্ত্রী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ শতভাগ সঠিক কথা বলেছেন! কিন্তু অপারগতা হলো আজ আমাদের বাড়িতে কিছু নেই। আমরা তখনও সেখানেই বসে ছিলাম, এমন সময় কোনস্থান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থ আসে, যা তিনি তখনি সাথে থাকা সেক্রেটারী মাল-এর হাতে ধরিয়ে দেন যে, আমাদের চাঁদার রশিদ কেটে

দিন। গুণে দেখা যায় সেখানে দু'লক্ষ লিওন রয়েছে, যার পুরোটাই তিনি চাঁদা খাতে দিয়ে দিয়েছেন; আর এতে তিনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও আনন্দিত ছিলেন। কোন অভিযোগ-অনুযোগ ছিল না যে, দেখ! কেমন অসময়ে এসে পড়েছে! এখন তো আমাদের নিজেদেরই অভাব রয়েছে, যে অর্থ এসেছে তা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ। আমি তাকে বললাম, খাদ্যপানীয় ক্রয়ের জন্য হলেও এই অর্থ থেকে কিছুটা ঘরে রেখে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, এখন আর কিছু নয় বা এতে পরিবর্তন হবে না! যে টাকা এসেছে, তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিয়েছি; এখন আমাদের আর কোন চিন্তা নেই! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও ধার রাখেন নি! স্বল্পক্ষণ পরেই কোনস্থান থেকে তার কাছে আরও কিছু অর্থ আসে। সেটিও পরিমাণে যথেষ্ট ছিল আর এভাবে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কিরগিজস্তানের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, বিশকিকে বসবাসকারী একজন নিষ্ঠাবান কিরগিজ আহমদি কুওয়্যত সাহেব বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে এক হাজার 'সুম' প্রদানের অঙ্গিকার করেছিলাম। কিরগিজ মুদ্রা হলো 'সুম'। অর্থবছর শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে আমাদের জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি খুতবায় যুগ খলীফার পূর্বের কোন এক খুতবায় উপস্থাপিত ঘটনাবলি পড়ে শোনান। তিনি বলেন, আমার কৃত এক হাজার সুম ওয়াদার মধ্য থেকে তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র দুইশত সুম আদায় করি করেছিলাম। সম্পূর্ণ আদায় করার সামর্থ্য তখনও হয়নি। আমার একজন অসুস্থ বোন রয়েছে। সরকার তাকে প্রতি মাসে চার হাজার সুম দিয়ে থাকে। সেদিন জুমুআর পর আমি আমার বোনের পেনশন উঠানোর জন্য ব্যাংকে যাই। আমি যখন এ.টি.এম. মেশিনে কার্ড দেই তখন একাউন্টে দশ হাজার সুম ছিল। এক সপ্তাহ পূর্বে আমার মা সরকারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে, আমাদের সংসার এভাবে চলছে না, তাই ভাতা বৃদ্ধি করা হোক; আমি ভাবলাম, সরকারের পক্ষ থেকে সেই অর্থই হয়তবা এসে থাকবে। কিন্তু তিনি বলেন, আজ ২৯ শে ডিসেম্বর সকালে সরকারের পক্ষ থেকে একটি ফোন আসে যে, অঙ্গিকার অনুযায়ী আমরা আপনাকে পাঁচ হাজার সুম দিব। এভাবে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার সুমও হাতে আসে। তিনি বলেন, আর এভাবে আমি চাঁদাও পরিশোধ করে দিলাম আর পূর্বে যা খরচ হয়েছে বা বিভিন্ন খরচাদি যা হয়েছিল তা এথেকে সমন্বয় করে নিলাম। তিনি বলেন, সেই চাঁদা, যা আমি তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করেছিলাম, এটি তারই কল্যাণ, কেননা আমরা জানতামই না যে, প্রথম অর্থ কোথা থেকে এসেছিল। কিন্তু যাহোক আমাদের একাউন্টে তা জমা হয়েছিল আর ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, এটি তোমাদেরই অর্থ; এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এসব কুরবানী ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ হয়ে থাকে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, যাঞ্জবার জামা'তের খায়ের রশিদী সাহেবকে যখন বছরের শেষের দিকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়, তিনি লিখেন যে, তখন আমার কোন চাকরিও ছিল না আর কোন টাকা-পয়সাও ছিল না; তবুও আমি মুরুব্বী সাহেবের কাছে আমার নাম পরিপূর্ণ আদায়কারীদের তালিকাভুক্ত করে নেয়ার অনুরোধ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, এরপর দু'দিন অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে হয়ত, আমি ড্রাইভারের চাকরি পেয়ে যাই আর প্রথম দিনের আয় থেকেই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আমি নিজের ও নিজ সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দিই। তিনি বলেন, চাঁদা আদায় করার সদিচ্ছার কারণে আমার একটি স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন! বলছেন, এসব ঘটনাপ্রবাহ এমন যার ফলে আমাদের ঈমানও মজবুত হয়।

তানজানিয়ার আমীর সাহেবই লিখেছেন যে, আরিঙ্গা অঞ্চলের ত্বাহা সাহেব বর্ণনা করেন যে, এবছর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাসংক্রান্ত অসাধারণ বরকত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ

লাভ করেছি। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ খাতে আমার ওয়াদা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ শিলিং (তানজানিয়ার মুদ্রা)। গত নভেম্বর মাসে আর্থিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন যে, সার্বিকভাবে দেশের এবং ব্যবসা-বানিজ্যের চিত্র খুবই করুণ; তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লার দেয়া সামর্থ্য অনুযায়ী আমি যেন ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি। এখন দেখুন! মানুষ আমার কাছে যেসব পত্র লিখে কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য লিখে না; বরং এই উৎকণ্ঠার সাথে লিখে যে, দোয়া করুন যেন আমরা নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করতে পারি। পরবর্তীতে আরো কিছু ঘটনা (এমর্মে) আসবে যে, মানুষ ব্যক্তিগত অভাব পূরণের পরিবর্তে চাঁদা পরিশোধ করার সামর্থ লাভের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ে। তিনি বলেন, চিঠি লেখামাত্র হৃদয়ে এক প্রশান্তি অনুভূত হয় যে, ইনশাআল্লাহ্ কোন না কোন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পত্র লেখার পর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে, কোন একটি বরাতে এক বন্ধু নিজ ব্যবসার বিষয়ে পরামর্শ এবং কনসালটেশনের জন্য আমার কাছে আসে। তার সাথে সাক্ষাতে জানতে পারি, পনের বছর পূর্বে আমরা দু'জন স্কুলে সহপাঠী ছিলাম। তিনি বলেন, তার কাজের বিষয়ে আমার সাথে যে কথোপকথন হয়, এর ফলে তার মাধ্যমে আমি একটি নতুন কনট্রাক্ট পাই যা ছিল ৬ মিলিয়ন শিলিং-এর কন্ট্রাক্ট। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার ওয়াদার তুলনায় কয়েকগুণ বরং দশগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। ৬ লাখকে ৬ মিলিয়ন রূপান্তরিত করেছেন। অগ্রিম পেতেই সর্বপ্রথম আমি আমার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করলাম।

যানঞ্জাবারের একজন নও মোবাইন বন্ধু হলেন জুমুআ সাহেব। সব্জির বাজারে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের বিষয়ে যখন আহবান জানানো হয়, সেসময় পণ্যবাহী গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ ছিল। তিনি গাড়িতে মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করেন। আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। আমি কিছুদিন তাহাজ্জুদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি। (যেভাবে আমি উল্লেখ করেছিলাম, এই ব্যক্তি একজন শ্রমিক এবং হতদরিদ্র, তিনি এই দোয়া করছেন না যে, আমার অভাব মোচন হোক, আমার ক্ষুধা নিবারণে ব্যবস্থা হোক) বলেন, আমি কয়েকদিন তাহাজ্জুদে চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ দোয়া করি। তাহাজ্জুদে উঠে কেবল এ দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে সামর্থ দাও, আমি যেন আর্থিক কুরবানীতে পিছিয়ে না থাকি। অতএব ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হবার কেবল তিন দিন পূর্বে যে কাজ বন্ধ ছিল তা পুনঃরায় চালু হয়ে যায় আর তার প্রায় ৩ লাখ শিলিং আয় হয় এবং তিনি বলেন, এটি দিয়ে আমি নিজের ও নিজ সন্তানদের চাঁদা আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করি। এটি বলেন নি যে, জীবন নির্বাহের জন্য টাকার ব্যবস্থা হয়েছে বরং তিনি বলেছেন, আমার ও আমার সন্তানদের চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি বয়াত করেছি, বিভিন্ন চাঁদা প্রদানের কারনে আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্পদে প্রভূত কল্যাণ দিয়েছেন। এরাই হল সেসব লোক, যাদের একমাত্র উৎকণ্ঠা হলো চাঁদা পরিশোধ করা নিয়ে, আর আমি যেভাবে বলেছি, বিশেষভাবে তাহাজ্জুদে কান্নাকাটি করে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে চাঁদা পরিশোধের সামর্থ দান করো। একজন বস্তুবাদী ব্যক্তি এ কথা শুনে বলতে পারে, এ-তো পাগলামি। কিন্তু জগতপূজারীদের দৃষ্টিতে যারা নির্বোধ, তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন এবং তাদের চাহিদা তিনি নিজেই পূর্ণ করেন। রিপোর্টে অদ্ভুতসব ঘটনা আসে।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, নর্থ ব্যাংক রিজিওনের একটি গ্রামের দোকানদার ইবরাহীম সাহেব খুব সফল একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। লোকেরা নিজেদের আমানত তার কাছে গচ্ছিত রাখতো। সে সময় তিনি আহমদী ছিলেন না। কোন কারণে হঠাৎ তিনি দেউলিয়া হয়ে গেলেন এবং নিজ ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য লোকদের আমানত থেকেও খরচ করে ফেললেন। যখন তার আশংকা হলো যে, মানুষের আমানত ফেরত দিতে সক্ষম হবেন না,

তখন তিনি নিজ পৈত্রিক দেশ গিনি কোনাকোরিতে চলে যান। দেশ ছেড়ে পালালেন আর তিন বছর পর্যন্ত গিনি কোনাকোরিতে অবস্থান করলেন। এরপর তিনি ফেরত যেতে মনস্থ করলেন, পুণ্য ফিতরতের অধিকারী ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন। এছাড়া যে ঋণের বোঝা আছে বা ঋণ আছে তা কোন না কোন ভাবে প্রাপ্যদের ফেরত দিতে হবে। অতএব তিনি গ্রামের চীফ এবং জেলা প্রধানকে ফোন করলেন এবং আরেকটি সূযোগ দেয়ার মিনতি করলেন অর্থাৎ আমাকে আরেকটি সূযোগ দিন, আমাকে ফিরে আসতে দিন এবং গ্রেফতার করবেন না, তাহলে আমি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করব। অতএব চীফ এই শর্তে ফেরত আসার অনুমতি দিল যে, তিনি পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করবেন এবং মানুষের আমানত প্রত্যার্পন করবেন। যদি তিনি এরূপ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে জেলে পাঠানো হবে। বলেন যে, তিনি ফিরেছেন সবে চার মাস পূর্বে, তখনি তার কাছে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছল। তিনি শোনামাত্র আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন এবং নিয়মিত চাঁদা দেয়া শুরু করলেন। আর্থিক বিভিন্ন তাহরিকে তিনি অংশগ্রহণ করতে থাকেন আর যা-ই আয় হতো, তা থেকে কিছু না কিছু অংশ প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিয়মিত চাঁদা দেয়ার কল্যাণে তার কাজে এত আশিষ বর্ষিত হয় যে, দুই বছরের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র তার সকল ঋণই (যার পরিমান ছিল প্রায় ২ লাখ ডালাসি) পরিশোধ করে দেন নি, বরং নিজের বাড়িও বানিয়েছেন। পুনরায় দোকানও শুরু করেছেন। আর আগের তুলনায় তার কাজে অনেক বেশি উন্নতি হচ্ছে। আর তিনি নিজেই বলেন যে, এসকল উন্নতি শুধুমাত্র চাঁদার কল্যাণে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া জামা'তের অন্য এক লাজনা সদস্যা বর্ণনা করেন যে, যখন আমরা নতুন ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। ঘর ভাড়াও অনেক বেশি ছিল। আমার কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করার মত টাকাও ছিল না। অন্যদিকে অর্থ বছরও শেষ হচ্ছিল। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা করে চাঁদা পরিশোধ করে দিলাম। এই মহিলা অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে বসবাস করেন! এমন নয় যে তিনি গরীব কোন দেশে বসবাস করেন। আর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাকে কারো দারস্থ করো না, তুমি স্বয়ং আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করো। তিনি বলছেন, সেদিন সন্ধ্যায় আমার স্বামী আসেন এবং আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, আজ আমি আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে এই বোনাস পেয়েছি। সকল কর্মীদের মাঝে এই বোনাস শুধুমাত্র আমিই পেয়েছি, অন্য কোন কর্মী পায় নি। এই অর্থের পরিমান আমার দেয়া চাঁদার দ্বিগুণ ছিল। তিনি বলছেন, আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা ও অনুগ্রহে আমি বিস্মিত হই। আর আমার হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানীকারীকে আল্লাহ্ কখনো সহায় সম্বলহীন পরিত্যাগ করেন না।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর কমর উদ্দিন সাহেব লিখেন, অর্থ বছর শেষের দিকে নাযেম ওয়াকফে জাদীদসহ জামা'তী সফরে কালিকট জামা'তে পৌঁছি। তখন তারা জনাব হানিফ নামে এক আহমদী ভাইয়ের বাড়িতে যান। তিনি ৮ বছর পূর্বে বয়াত করেছিলেন। তিনি কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেন।

তার ঘরে পৌঁছার পর তার দশ বছর বয়সী ছেলে মাদলাল আলী তার বুগী ও গোলাক(বা মাটির ব্যংক) নিয়ে আসে এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানকালে বলে, এই টাকা সে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্যে সারা বছরে জমা করেছে। বুগী খুললে দেখা যায় যে তাতে অনেক টাকা ছিল। নাযেম সাহেব সেই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন, সাধারণত বাচ্চারা তাদের পছন্দের জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টাকা জমায়, কিন্তু তুমি তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে কেন দিচ্ছ? এতে সেই বাচ্চা যে উত্তর দেয় তার মর্ম হলো, আল্লাহ্ তা'লা ও রসূল (সা.) এবং খলিফাগণ তো খোদার রাস্তায় খরচ করার নির্দেশ প্রদান

করে থাকেন, এজন্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করছি। এ হল আহমদী শিশুদের তরবিয়্যতের মান। যে জামা'তের শিশুদের চিন্তাধারা এমন এবং এইভাবে তরবিয়্যত হয়ে থাকে, তাকে আহমদী বিরোধীরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে! বিরুদ্ধবাদীরা যতই অপ্রচেষ্টা করুক না কেন, যেহেতু এই জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাই অবলম্বন হন এবং সাহায্য করে থাকেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের হৃদয়ে এর ভালোবাসা ও এর উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে থাকেন।

তানযানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, প্রতিবেশী দেশ মালাভীর মানকী মাগোচী জামা'তের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক ব্যক্তি ইব্রাহীম সাহেব মাংসের ব্যবসা করেন। তিনি এই বছর ওয়াকফে জাদীদের জন্য পাঁচ হাজার আটশ মালাভীয়ান কাওয়াচা ওয়াদা করেন। বছরব্যাপী কিছুকিছু পরিমাণ চাঁদা জমা করাতে থাকেন। ডিসেম্বরে পর্যন্ত কিছু অংশ বকেয়া থেকে যায়। রাষ্টীয় পরিস্থিতির কারণে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঋণ করে ওয়াদা পূর্ণ করেন। এক সপ্তাহ পর তিনি পূণরায় ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল ক্রয় করেন, যেন তার মাংস বিক্রি করতে পারেন। এতভাল ব্যবসা হয় যে, কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যায়। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিরাও যে খোদানীর্ভরতা ও ত্যাগের মহিমায় চাঁদা প্রদান করে থাকেন, (তা দেখে) আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এখন দেশের অবস্থা পূর্ববৎ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

মালাভী'র একটি জামা'ত মাওয়ালার মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমাদের জামাতে এক বিধবা রয়েছেন যার নাম মাটেমবা সাহেবা; প্রত্যেক বছর নিজের অবস্থা অনুসারে চাঁদা পরিশোধ করেন। এ বছর ওয়াকফে জাদীদের জন্য কিছু অর্থের ওয়াদা করেন এবং অর্থবছরের মধ্যেই অন্যান্য মহিলাদের পূর্বেই সম্পূর্ণ পরিশোধ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। যেদিন সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন সেই রাতেই স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে, আজ থেকে তোমার কাজে খোদা সাহায্য করবেন। পরদিন তিনি সেই মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে আসলেন এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা অতিরিক্ত আদায় করেন। তিনি বলেন, চাঁদার বরকতে খোদাতা'লা আমার ফসল অনেক বৃদ্ধি করেন। আর এখন তো আমাকে তিনি স্বয়ং বলে দিয়েছেন, খোদা তোমার সাহায্য করবেন। কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে আল্লাহ তা'লা ঈমানের তাৎক্ষণিক উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

আলবেনিয়ার মোবাল্লেগ নও মোবাঈনদের বিষয়ে লিখেন, একজন বন্ধু মাইকলিস বিয়া সাহেব, তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগ। তিনি অনেক সক্রিয় খাদেম। একদিন তিনি নিজের সাথে একটি পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে এলেন। তিনি বলেন, তিনি একমাস যাবত এই কৌটাটি নিজের গাড়িতে এ নিয়্যতে রেখেছিলেন যে, যতটুকু সাশ্রয় হতে থাকবে; তিনি এ থেকে জামা'তের চাঁদার জন্য জমা করতে থাকবেন। প্রথমবার যখন তিনি পূর্ণ কৌটা নিয়ে এলেন, তখন এক অংশ নিজের চার মাস বয়সী পুত্র বেওরন বিয়ার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করেন। আর অবশিষ্ট অংশ নিজের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং লাজেমী চাঁদার খাতে আদায় করেন। এরপর থেকে প্রত্যেক মাসে পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে আসেন এবং ওয়াকফে জাদীদ উপলক্ষে ডিসেম্বরের শেষ জুমআতেও নিজের সাধ্যানুযায়ী অনেক বড় অংকের আর্থিক কুরবানী তিনি করিয়েছেন। আহমদী হওয়ার পর কুরবানী করার এক স্পৃহা সৃষ্টি হয় কেননা খোদা তা'লার অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত তারা দেখে থাকে।

যুক্তরাজ্যের চীম জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক ঘাটতি ছিল; এজন্য তাহাজ্জুদে উঠে আমি দোয়া করতাম। একদিন আমার

স্ত্রী বললেন, অমুক ব্যক্তি অথবা অমুক পরিবারকে যদি বলো, তাহলে তোমার আদায় বেড়ে যাবে। যখন সেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন তারা বলে, আমাদের নাম প্রকাশ করবেন না, আর এক হাজার পাউন্ড আদায় করে। এছাড়াও এক হাজার পাউন্ড নিজেদের দুই সন্তানের পক্ষ থেকেও আদায় করেন এবং বলেন যে, যদি আপনাদের আরো প্রয়োজন হয় তাহলে বলবেন।

যুক্তরাজ্য থেকেই ইসলামাবাদ লাজনার সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে সন্তানদের লালন-পালনে ব্যস্ত ছিলাম। এখন আমার সন্তানদের বয়স যথাক্রমে পাঁচ এবং আট বছর। সমস্ত চাঁদা স্বামীর আয় থেকেই আদায় হত। আমার একাউন্টে শুধু বাচ্চাদের চাইল্ড বেনিফিট আসতো। আমি মনে করতাম আল্লাহর পথে যত ব্যয় করি, একে প্রকৃত আর্থিক কুরবানী বলতে পারবো না। এ বছর সেপ্টেম্বরে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে চাঁদার জন্য স্ট্যান্ডিং অর্ডারের মাধ্যমে ওসীয়্যত, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ; এছাড়াও নিজের দাদী এবং চাচার পক্ষ থেকেও চাঁদা আদায় করা শুরু করি। মাসিক কিস্তি এতটুকু নির্ধারণ করি যেন তা আমার আয় অনুসারে প্রকৃত কুরবানী হয়। এ মাসেই আমি শিশুদের স্কুলে শিক্ষকের সহকারী হিসেবে চাকরীর আবেদন করি; ভবিষ্যতে আরো কাজ করার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু সফলতার কোন আশা ছিল না। তিনি বলেন, আমার একাউন্ট থেকে যেদিন প্রথমবার চাঁদার টাকা পরিশোধ হয় তার পরদিন স্কুল থেকে আমার ইন্টারভিউ-এর ডাক আসে। আমার একাউন্ট থেকে যখন দ্বিতীয়বার চাঁদা আদায় করা হয় তখন আমাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহকারী শিক্ষকের পরিবর্তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করে, যার ফলে আমার আয় দশগুণ বেড়ে যায়। এসব দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানি করার ফলেই এসব হয়েছে।

জার্মানির মোবাল্লেগ ফরহাদ সাহেব বলছেন, উইযবাদনের স্থানীয় এমারতের একজন খাদেম বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আগেই আদায় করেছিলেন এমনকি যে টাকা ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করার কথা ছিল তা-ও বর্ধিত চাঁদা হিসাবে তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করে দিয়েছিলেন। সেই মাসেই কর বিভাগের পক্ষ থেকে এ মর্মে পত্র আসে যে, আপনাকে আট শ' ইউরো আদায় করতে হবে। তিনি বলেন, তাসত্ত্বেও আমি সাহস করে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেই আর মনস্থির করি যে, ঋণ নিয়ে কর পরিশোধ করব। এর কয়েক সপ্তাহ পর কর বিভাগের পক্ষ থেকে আবার পত্র আসে যাতে লেখা ছিল, আমরা আপনার কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছি, আপনার নামে ফেরতযোগ্য কোন কর নেই উল্টো আপনাকে চার হাজার চারশ' ইউরো আমাদের পক্ষ থেকে ফেরত দিতে হবে। তিনি বলেন, কিছুদিন পরই আমার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়, গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ কেউ আমার গাড়ির ক্ষতি করে ফেলে এজন্যও আমি চার হাজার সাত শ' ইউরো পেয়ে যাই। এভাবে সামান্য সাহস করে আমি যে চাঁদা বৃদ্ধি করেছিলাম, এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তা পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এখন কেউ এটিকে কাকতালীয় ঘটনা বলতে পারে কিন্তু একজন মুমিন জানে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপার কল্যাণে হয়েছে।

কানাডার লাজনার সদর বলছেন, জনৈক বোন বলেন যে, তিন বছর পূর্বে তার স্বামী পড়ালেখা করছিলেন। চাকরির পাশাপাশি বাইরের সকল দায়িত্ব তার ঘাড়েই এসে পড়ে। তাকে পরিশ্রান্ত করে দেয়ার মত এই রুটিন তাকে বিদ্ধস্ত করে দেয় ফলে অসুস্থতা পেয়ে বসে। এরই মাঝে যখন ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের ওয়াদার সময় আসে তখন তিনি নিজ আয়ের দ্বিগুণ ওয়াদা লিখিয়ে দেন। কিছুদিন পর তার চাকরি চলে যায় আর তিনি খুবই অভাব-অনটনের শিকার হয়ে পড়েন এমনকি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে খরচাদি নির্বাহ করা আরম্ভ করে দেন। বছর শেষে যখন চাঁদা আদায়ের সময় আসে তখন বাধ্য হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি

ভরসা করে তিনি ক্রেডিট কার্ড দিয়েই তার চাঁদা আদায় করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়কর নিদর্শন দেখান আর তা হলো, সেদিনগুলোতেই তিনি ব্যাংক থেকে জানতে পারেন, তার ক্রেডিট প্রোটেক্শন ইনস্যুরেন্স রয়েছে আর যদি চাকরী চলে গিয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তার আবেদন করার সুযোগ আছে। এভাবে তার ক্রেডিট কার্ডের পুরো বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একইসাথে পূর্ববর্তী চাকরির চেয়েও ভাল চাকরি তিনি পেয়ে যান। ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তিনি আগের চেয়ে আরো বেশি লাজেমি চাঁদা আদায় করেন এবং ঐচ্ছিক বিভিন্ন খাতে ওয়াদাও বাড়িয়ে দেন আর এর মাঝে তার স্বামীর পড়ালেখাও সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তিনিও ভালো চাকরি পেয়ে যান। এখন তিনি নিজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন আর স্বামীর আয় দিয়েই জীবন নির্বাহ হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার মোবাল্লেগ লেখেন, আমীন সাহেবের পরিবারের সর্বদাই, রমযান মাসেই নিজেদের ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেয়ার বাসনা থাকে। এবছর আয়-রোজগার কম ছিল তাই বাহ্যত ওয়াদা আদায় করা অসম্ভব ছিল। মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, আমি রমযান মাসে তাদেরকে দেখেছি যে, তিনি রোযা রেখে প্রতিদিন নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তাদের কেন্ডেল নাটের ক্ষেতে যেতেন যেন এর মাধ্যমে নিজেদের ওয়াদা আদায় করতে পারেন। এভাবে তিনি রমযানের মাঝেই নিজেদের দু'লক্ষ টাকার ওয়াদা আদায় করে দেন আর এত টাকা কঠোর পরিশ্রম করা ছাড়া তাদের পক্ষে একত্র করা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদেরকে রোযা রেখে এতটা পরিশ্রম করতে কীসে বাধ্য করে? এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি ও আমার পরিবার শুধুমাত্র যুগ-খলীফার নির্দেশনায় আমল করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই।

বুরকিনা ফাসোর পিকায়ায় একটি জামা'তে এক আহমদী আছেন নিয়ামপা সাহেব, যিনি বয়আত করেছেন দশ বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। তবে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। ঘরে রোগ-ব্যধি ও অভাব-অনটন লেগেই থাকত। কিছুসময় ধরে তিনি বিভিন্ন চাঁদা বিশেষভাবে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা নিয়মিতভাবে আদায় করা আরম্ভ করে দেন। এর ফলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার আর্থিক অভাব-অনটনই দূরীভূত হয়নি বরং যেসব রোগ-ব্যধি ছিল তা থেকেও আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করেন। এবছর তিনি ওয়াকফে-জাদীদ খাতে বর্ধিত উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। আর যারা তাকে কাজ দিত না তারা নিজেরা তার কাছে কন্ট্র্যাক্ট করতে আসে এবং কাজ দেয়। ইদ্রিস সাহেব বলেন, এটি নিছক আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তিনি ওয়াকফে-জাদীদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, ঋণকে বর্ধিত আকারে ফেরত দেয়ার এই হলো আল্লাহ্ তা'লার রীতি। গুটিকতক ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, এরকম অগণিত ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা জামা'তের সদস্যদের সাথে এমন আচরণ অব্যহত রাখুন আর জামা'তের সদস্যবৃন্দও যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে, আর আল্লাহ তা'লাও স্বীয় অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদর্শন করতে থাকুন। (আমিন)

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করে বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৬৩তম বছর গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০-এ শেষ হয়েছে এবং ৬৪তম বছর ১লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর জামা'তের সদস্যদের এক কোটি পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এই আদায় আট লাখ সাতাশি হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ।

এটি কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফলে হতে পারে না, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা। এ বছরও ইংল্যান্ড মোট আদায়ের দিক থেকে বিশ্বের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাঈল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক পরিশ্রম করে কাজ করে। এ বছর যে বড় সংখ্যা দেখা যাচ্ছে তাতে বুঝা যায় পুরুষরাও লাজনাদের মত পরিশ্রম করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি। যদিও তারাও চাঁদা অনেক বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু ইংল্যান্ড তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। পাকিস্তান কারেন্সির (মুদ্রা স্ফীতির) কারণে জামা'তগুলোর মাঝে অনেক পেছনে চলে গেছে; যদিও তৃতীয় নাম্বারেই আছে। যাহোক সামগ্রিকভাবে দেশীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানেও উন্নতি হচ্ছে এবং মানুষ কুরবানীও করছেন। পাকিস্তানে প্রাণের কুরবানীও দেয়া হচ্ছে, সম্পদের কুরবানীও দেয়া হচ্ছে, মানসিক কুরবানীও দেয়া হচ্ছে, লাগাতার মানসিক নির্যাতন-নিপীড়নও তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। কানাডা চতুর্থ স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ইন্দোনেশিয়া এবং ঘানা রয়েছে। আফ্রিকার দেশসমূহে ঘানাও এখন বড় দেশগুলোর প্রতিযোগিতার তালিকায় প্রথম দশ'টি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মাথাপিছু আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর সুইজারল্যান্ড, এরপর ইংল্যান্ড।

আফ্রিকায় সামগ্রিক আদায়ের হিসাব অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর যথাক্রমে নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসু, তানজানিয়া, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, কেনিয়া, মালি এবং বেনিন।

মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ বায়ান্ন হাজার।

মোট আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড় জা'মাত হল, প্রথম ফার্নহাম, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, তৃতীয় উস্টারপার্ক, চতুর্থ পাটনী, পঞ্চম বার্মিংহাম সাউথ, ষষ্ঠ জিলিংহাম, সপ্তম সাউথ চীম, অষ্টম মসজিদ ফযল, নবম বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং দশম নিউ মল্ডেন।

মোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ পাঁচটি রিজিওন হল যথাক্রমে– বাইতুল ফুতুহ, মসজিদ ফযল, ইসলামাবাদ, মিডল্যান্ডস এবং বাইতুল এহসান।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ফার্নহাম, এরপর যথাক্রমে– ইসলামাবাদ, রোহেম্পটন ভ্যাল, বাইতুল ফুতুহ, মিচাম পার্ক, গ্লাসগো, চীম, গিলফোর্ড, উস্টার পার্ক এবং বার্মিংহাম সাউথ।

মোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) দশটি ছোট জা'মাত হলো, লেমিংটন স্পা, স্পেন ভ্যালী, বোর্ন মাউথ, বার্টন, মাউনট্রেন্ট, পিটার বারা, কভেন্ট্রি, এডিনবারা, কিথলে এবং সোয়ানজি।

জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় এমারত যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, গ্রস গেরাও এবং ডিটসেন বাখ্।

ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে জার্মানির শীর্ষ দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে- রোয়েডার মার্ক, নয়েস, নিডা, মাহদীয়াবাদ, মাইনয কোবলেন্য, হ্যানাও, লাঙ্গন, ফ্লোরেনয্ হাইম, বেনয্ হাইম এবং পিনেবার্গ।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানীর) পাঁচটি শীর্ষ রিজিওন হলো যথাক্রমে- হিসেন যুদ ওষ্ট, হিসেন মিটে, রায়েন লেণ্ড ফলয, ওয়েস্ট ফলেন ও টনেস।

পাকিস্তানে শীর্ষ তিনটি জামা'ত হল যথাক্রমে- লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার অবস্থানগত দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে

যথাক্রমে- ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, গুজরাত, গুজরাঁওয়ালা, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, পেশোয়ার, মিরপুর খাস এবং ডেরাগাজী খান। মোট আদায়ের দিক থেকে (পাকিস্তানের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে- ডিফেন্স লাহোর, ইসলামাবাদ শহর, টাউনশিপ লাহোর, ক্লিফটন করাচী, দারুয্ যিকর লাহোর, গুলশানাবাদ করাচী, সামনাবাদ, আযীযাবাদ করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি শহর এবং আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর।

আতফাল বিভাগে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামা'ত হল, লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়।

আর আতফাল বিভাগে জেলাপর্যায়ের অবস্থান হল, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- গুজরাঁওয়ালা, সারগোধা, শেখুপুরা, ফয়সালাবাদ, ডেরাগাজী খান, গুজরাত, উমরকোট, নারওয়াল এবং বাহাওয়াল নগর।

কানাডার এমারতগুলো হলো, যথাক্রমে- ভন, পিস ভিলেজ, ভ্যানকুভার, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, এবং টরন্টো ওয়েস্ট। কানাডার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো, যথাক্রমে- ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, মিল্টন ইস্ট, এডমিন্টন ওয়েস্ট, উইন্ডসর, মিল্টন ওয়েস্ট, রিজাইনা, অটোয়া ওয়েস্ট, এড্রি, এবং এবাটস্ফোর্ড।

আতফাল বিভাগের শীর্ষ এমারতগুলো যথাক্রমে– ভন, টরন্টো ওয়েস্ট, পিস ভিলেজ, ক্যালগেরী এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আতফাল বিভাগের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো, যথাক্রমে- ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, মিল্টন ওয়েস্ট, লণ্ডন (অন্টারিও) এবং হ্যামিল্টন মাউন্টেন।

আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ দশটি জামা'ত যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, লস-এঞ্জেলেস, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালী, বোস্টন, অস্টিন, অওশকোশ, সীরাকোচ, রচেস্টার এবং মিনিসোটা।

আতফাল বিভাগের (যুক্তরাষ্ট্রের) শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, লস-এঞ্জেলেস, সিয়াটল, অরল্যান্ডো, সিলিকন ভ্যালী, অস্টিন, অওশকোশ, মিনিসোটা, লাস ভেগাস এবং ফিশ বার্গ।

ভারতের প্রাদেশিক জামা'তসমূহের মধ্যে প্রথম কেরালা, এরপর যথাক্রমে তামিল নাড়ু , জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। জামা'তসমূহের মধ্যে যথাক্রমে কম্বেটর, কাদিয়ান, পাঠাপ্রিয়াম, হায়দ্রাবাদ, কোলকাতা, ব্যাঙ্গলোর, কালিকাট, কানরটাউন, ঋষিনগর এবং কেরাং।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত যথাক্রমে মেলবর্ন লং ওয়ারেন, কাসেল হিল, মসডান পার্ক, মেলবর্ন বাইরুক, এডলেট সাউথ, মাউন্ট রোইট, পেজিথ পেনরিথ পার্থ, লোগান ইস্ট, ব্ল্যাক টাউন। বলগানে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তসমূহ হলো, যথাক্রমে মেলবর্ন লং ওয়ারেন, কাসেল হিল, মসডান পার্ক, মেলবর্ন পার্ক, পেনরিথ, মাউন্ট ড্রইট, মাউন্ট রইট, ব্ল্যাক টাউন, এডলেট সাউথ পার্থ এবং ক্যামব্রা।

আতফালদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তসমূহ হলো, মেলবর্ন লং, এডলেট, মেলবর্ন বাইরুক, মাউন্ট-ড্রইট, লোগান ইস্ট, পেনরিথ, কাসেল হিল, মেলবর্ন ইস্ট পার্থ এবং এডলেট ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এ সকল কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও দিন। তারা যেন হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) আদায়কারী হয়। আমি পুনরায় তাহরীক করছি, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূরীভুত করুন, তাদের দুশ্চিন্তাসমূহ দূর করুন, বিরোধীদের হাতকে বিরত রাখুন এবং যেসব বিরুদ্ধবাদীর সংশোধন হওয়ার নয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। কারাবন্দীদের

দ্রুত মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন- যাদের মধ্যে আলজেরিয়ার কারাবন্দীরাও অন্তর্ভুক্ত। আলজেরিয়াতেও অনেক বিরোধীতা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। বিশেষভাবে দোয়া, নফল ইবাদত এবং দানখয়রাতের ওপর জোর দিন। শান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থা ভালো নয়। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ সৃষ্টি করুন। তারা যে একে অপরকে হত্যার চেষ্টায় মেতে উঠেছে এবং যে সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা এসবের অবসান করুন। সেখানকার ব্যাবস্থাপনা এবং সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দিন, তারা যেন প্রকৃত অর্থেই জনসাধারণের সেবা করতে পারে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। অনুরূপভাবে বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন- যা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা গোটা মানবজাতির প্রতি কৃপা করুন। (আমিন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)